ভূমিকা

উন্নয়ন ও স্ব-ক্ষমতা

মানুষ যে-সব প্রকৃত স্বাধীনতা উপভোগ করে তার প্রক্রিয়াকে পরিব্যাপ্ত করা নিয়ে উন্নয়ন বিষয়টি শুরু করা যাক। মানুষের স্বাধীনতার উপর গুরুত্বপ্রদান বিষয়টির সঙ্গে উন্নয়নের বিষয়ে সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির—যেমন, জাতীয় সম্পদের বৃদ্ধি, ব্যক্তিগত উপার্জন বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অগ্রগতি বা সামাজিক ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণের ক্ষেত্রে বিরোধ থাকতে পারে। অবশ্যই সমাজে বসবাসকারী মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধির উপায় হিসাবে জাতীয় সম্পদের বা ব্যক্তিগত উপার্জনের বৃদ্ধি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বাধীনতা আরও অনেকরকম প্রভাবের উপর নির্ভরশীল—সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা (যথা, শিক্ষার সুযোগ, স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা); রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার (যথা, প্রকাশ্য আলোচনা এবং খুঁটিনাটি বিচার)। সেরূপভাবে শিল্পায়ন বা প্রযুক্তিগত উন্নতি বা সামাজিক আধুনিকীকরণ, ব্যক্তি স্বাধীনতার বৃদ্ধিসাধনে প্রভূত সাহায্য করলেও, স্বাধীনতার উপর অন্যান্য প্রভাবও আছে। যদি আমরা মনে করি উন্নয়নের অগ্রগতির দ্বারা স্বাধীনতা নির্ণীত হয়, তাহলে এই সত্যকেই সম্যকভাবে আমাদের চরম দিশারী হিসেবে মেনে নেওয়া উচিত—কোনও বিশিষ্ট প্রক্রিয়া বা নির্বাচিত কার্যাবলী নয়। উন্নয়নকে যখন আমরা প্রভূত স্বাধীনতার বৃদ্ধিসাধনের বাহন হিসাবে দেখি আমাদের নিরীক্ষা চালিত হয় সেই সব দিকে যা উন্নয়নকেই চরম গুরুত্ব দান করে—তার প্রক্রিয়ার কোনও অঙ্গকে নয়।

উন্নয়নের লক্ষ্য স্বাধীনতাহীনতার প্রধান উৎসগুলিকে নির্মূল করা—দারিদ্র্য ও অত্যাচার, অর্থনৈতিক সুযোগের অভাব নিয়মিতভাবে সামাজিকস্তরে বঞ্চনা, জনসাধারণের কল্যাণের উপেক্ষা, অসহিষ্ণুতা বা রাষ্ট্রের উদ্ধত কার্যকলাপ। অভূতপূর্ব সমৃদ্ধিবৃদ্ধির পরেও আজকের জগতে অসংখ্য মানুষ—সম্ভবত অধিকাংশ মানুষই—মৌলিক স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত। কখনও এই ঘাটতির কারণ হয় অর্থনৈতিক দারিদ্র্য যার দ্বারা মানুষ ক্ষুধা মিটাতে অক্ষম হয়, বা পুষ্টিকর খাদ্য পায় না বা মারাত্মক অসুখের চিকিৎসার সুযোগ পায় না, বিশুদ্ধ পানীয় জল বা

স্বাস্থ্যসম্মত ব্যবস্থার সুযোগ পায় না। অন্যত্র স্বাধীনতাহীনতার সঙ্গে নিগূঢ়ভাবে জড়িত থাকে জনসাধারণের জন্য বা সমাজসেবার প্রকরণ যেমন, মহামারী দূরীকরণ কর্মসূচির বা স্বাস্থ্যরক্ষা ও শিক্ষালাভের সুযোগ বা আঞ্চলিক শান্তি এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখার প্রকৃষ্ট ব্যবস্থার অভাব। আরও অন্য ক্ষেত্রে স্বাধীনতাকে আঘাত করে কোনও স্বৈরাচারী শাসক কর্তৃক রাজনৈতিক বা নাগরিক অধিকার হরণ এবং মানুষের সামাজিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক জীবনে অংশ নেওয়াতে বাধাসৃষ্টি করা।

কার্যকারিতা এবং পারস্পরিক সম্পর্ক

দুটি সুস্পষ্ট কারণে উন্নয়নের প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্বাধীনতার সম্পর্ক নিবিড়ভাবে জড়িত:

(১) মূল্যনিরূপক কারণ—উন্নয়নের ফলে প্রাথমিকভাবে মানুষের স্বাধীনতা বৃদ্ধি পেয়েছে কিনা তা বিচার করা।

(২) কার্যকারক কারণ—মানুষের স্বাধীনভাবে কাজ করার উপর উন্নয়ন নির্ভর করে।

আমি প্রথম প্রশোদনাটি আগেই চিহ্নিত করেছি—স্বাধীনতার উপর মনোনিবেশ করবার মূল্যনিরূপক কারণ বিচার করা। দ্বিতীয়টি অর্থাৎ কার্যকারিতা অনুধাবন করতে গেলে, আমাদের আনুমানিক পরীক্ষাভিত্তিক সম্পর্কগুলি—বিশেষ করে যেগুলি বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতার সম্পর্কগুলি পারস্পরিক ভাবে দৃঢ়তর করে তার প্রতি নজর দিতে হবে। এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলি এই গ্রন্থে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে আর এসবের জন্য স্বাধীন এবং নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া উন্নয়নের অন্যতম সহায়ক হিসাবে দেখা দেয়। এইরূপ স্বাধীন প্রক্রিয়া কেবলমাত্র উন্নয়নের একটি "সংগঠক" অংশ নয়—এর দ্বারা অন্যান্য স্বাধীন প্রক্রিয়ার শক্তিবৃদ্ধি হয়। এই আলোচনায় যে পরীক্ষামূলক সম্পর্কগুলি স্বাধীনতা ও উন্নয়ন এই দুইটি দৃষ্টিকোণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করে, তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ব্যক্তি-স্বাধীনতা আর সামাজিক বিকাশের মধ্যে এই সম্পর্কটির যোগসূত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হলেও তার চেয়ে আরও বেশি গভীরে যায়। মানুষ নিশ্চিতভাবে যা অর্জন করতে পারে তা কয়েকটি বিষয়ে প্রভাবের ফলেই ঘটে থাকে, যেমন অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, সামাজিক শক্তি আর সুস্বাস্থ্য লাভ করার জন্য ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা আর কর্মোদ্যোগকে উৎসাহ দান এবং অনুশীলন। এই সব সুযোগের সুব্যবহারের জন্য যে সকল প্রাতিষ্ঠানিক আয়োজন

রয়েছে তারা মানবস্বাধীনতার দ্বারা প্রভাবিত, কারণ সেই স্বাধীনতাই তাদের সামাজিক ব্যাপারে পথনির্বাচনের অধিকার দেয় আর সেই সুযোগগুলির অগ্রগতিকে সাহায্য করবার জন্য উপযুক্ত জনহিতকর সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব করে। এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলিও এখানে অনুসন্ধান করা হয়েছে।

কিছু নমুনা : রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও জীবনযাত্রার মান

স্বাধীনতাকে উন্নয়নের প্রধান পরিণামরূপে দেখলে যে পার্থক্য ঘটে কতকগুলি উদাহরণের দ্বারা তা পরিস্ফুট করা যায়। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিতে বিষয়টি আরও বিশদভাবে আলোচিত হবে। কিন্তু "উন্নয়নই স্ব-ক্ষমতা" এই বিশ্বাসটির মৌলিক প্রকৃতি কতগুলি সাধারণ উদাহরণ দিলেই স্পষ্ট হবে।

প্রথমত, জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি ও শিল্পায়নের সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিকোণ থেকে অনেকেই প্রশ্ন করেন রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় যোগদান করলে বা কোনও বিপরীত মনোভাব প্রকাশের ক্ষমতা থাকলে তা উন্নয়নের সহায়ক কি না। উন্নয়নকে স্বাধীনতার অঙ্গ হিসাবে আমাদের অধিক যুক্তিগত ভিত্তির আলোকে এইরকম প্রশ্নের অসারতা প্রতীত হবে। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করা অথবা প্রাথমিক শিক্ষালাভের সুযোগ অথবা স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা এই সব মৌলিক স্বাধীনতাগুলিই উন্নয়নের রূপ দেবার উপাদান বিশেষ। উন্নয়ন তাদের অবদান প্রমাণ করবার জন্য নতুন করে জাতীয়সম্পদ বৃদ্ধি বা শিল্পায়নের অগ্রগতির মূল্যায়ন করার প্রয়োজন হয় না। স্বাধীনতা এবং অধিকার প্রসঙ্গত অর্থনৈতিক উন্নতি সাধনে অত্যন্ত কার্যকরী—এই সম্পর্কটির উপর এই বইয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হবে। এই কারণবাচক সম্পর্কটি গুরুত্বপূর্ণ হলেও এর দ্বারা সম্ভব সব স্বাধীনতা আর অধিকারের যৌক্তিকতার স্থান উন্নয়নে তাদের সরাসরি ভূমিকারও উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় উদাহরণটি মাথাপিছু আয় আর ব্যক্তির দীর্ঘায়ু এবং সচ্ছল জীবনযাপনের স্বাধীনতার মধ্যে তারতম্য নিয়ে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, গ্যাবন বা দক্ষিণ আফ্রিকা বা নামিবিয়ার বা ব্রাজিলের নাগরিকদের জাতীয় সম্পদের বণ্টন হিসাবে মাথাপিছু আয় শ্রীলঙ্কা অথবা চিন বা ভারতের কেরলের নাগরিকদের তুলনায় বেশ কিছু মাত্রায় অধিক হলেও শেষোক্ত দেশগুলিতে মানুষের আয়ু প্রথমোক্ত দেশগুলির চেয়ে অনেক বেশি।

একটি ভিন্নপ্রকার উদাহরণ হিসাবে বলা যেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের আফ্রিকা-উদ্ভূত আমেরিকানদের আর্থিক অবস্থা আমেরিকার শ্বেতাঙ্গদের থেকে অনেক কম হলেও তারা তৃতীয় বিশ্বের অনেক অধিবাসীর থেকে আরও ধনী। অথচ, আমাদের মানতে হবে যে আফ্রিকা-উদ্ভূত আমেরিকানদের পরিণত বয়স

অবধি পৌঁছাবার সম্ভাবনা চিন, শ্রীলঙ্কা ও ভারতবর্ষের নানান অঞ্চলের অধিবাসীদের থেকে কম। এই তিনটি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থা, শিক্ষা এবং সামাজিক সম্পর্ক পৃথক পৃথক। এই গ্রন্থে আমরা প্রতিপাদন করব যে উন্নয়নের বিশ্লেষণ বিশেষ সমৃদ্ধিশালী দেশগুলির জন্য বলবৎ এবং তাই গোষ্ঠীভিত্তিক এইরূপ তুলনামূলক আলোচনায় বিত্তশালী দেশগুলির পর্যালোচনা উন্নয়ন এবং অনুন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

আদান-প্রদান, বাজার এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীনতা

তৃতীয় উদাহরণস্বরূপ উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাজারের ভূমিকার কথা উঠে। আধুনিক উন্নতিবিষয়ক গ্রন্থাদিতে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়নে বাজার-প্রক্রিয়ার অবদান ব্যাপকভাবে এবং যথার্থ কারণেই আজ স্বীকৃত। কিন্তু বাজার-প্রক্রিয়াকে কেবলমাত্র উদ্ভূতরূপে দেখলে ভুল করা হবে। এ্যাডাম স্মিথ যথার্থই লিখেছিলেন যে দ্রব্য-বিনিময়ের স্বাধীনতা আর আদান-প্রদান মানুষের মূলগত স্বাধীনতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে মানুষের কাছে মূল্যবান।

শ্রেণীগতভাবে বাজারবিরোধী মনোভাব শ্রেণীগতভাবে মানুষের সঙ্গে কর্মোপকথনের বিরোধিতা করার মতোই অস্বাভাবিক (যদিও অনেক কথাবার্তাই কুরুচিপূর্ণ এবং অন্যদের এমনকী যারা আলোচনায় নিরত তাদের মধ্যে সমস্যার সৃষ্টি করে)। বাক্য বা দ্রব্য বা উপহার বিনিময় করার স্বাধীনতার ফলে যে প্রীতির বিস্তার ঘটে তার ন্যায্যতা প্রতিপন্ন করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। সমাজে মানুষের জীবননির্বাহের এবং পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখায় এগুলি অপরিহার্য প্রক্রিয়া, যদি না তা শাসনবিধির দ্বারা বন্ধ করা হয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাজার-প্রক্রিয়ার অবদান অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আমাদের স্বীকার করতে হবে এটা কিন্তু বাক্য দ্রব্য এবং উপহারবস্তুর আদান-প্রদানের স্বাধীনতার তাৎপর্য স্বীকারের পরেই ঘটে থাকে।

ঘটনাক্রমে শ্রম বিনিয়োগের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ মানুষকে দাসত্ব এবং বন্দি জীবনে আবদ্ধ করে আর এই দাসত্বশৃঙ্খলে আজও বদ্ধ শ্রমশক্তি আজ তৃতীয় বিশ্বের দেশে তাৎপর্যযুক্ত এবং এই কারণেই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ ছিল গুরুত্বপূর্ণ। কোনও বাজারে প্রবেশ করতে পারাই উন্নয়নের পথে মূল্যবান পদক্ষেপ—বাজার-প্রক্রিয়ার দ্বারা অর্থনৈতিক অগ্রগতি বা শিল্পায়ন সাধিত হবে কি না সেই প্রশ্নেরও উপরে। বস্তুত যিনি পুঁজিপতির উপাসক ছিলেন না সেই কার্ল মার্কস পুঁজিবাদের প্রশংসা করছেন এবং তাঁর *'দাস ক্যাপিটাল'*-এ আমেরিকার গৃহযুদ্ধকে 'তদানীন্তন ইতিহাসের একটি মহৎ ঘটনা' হিসেবে চিহ্নিত করেন কারণ এই

গৃহযুদ্ধের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিল ক্রীতদাস প্রথার বিপরীতে শ্রমচুক্তির স্বাধীনতা আর শ্রমের মুক্ত বাজার থেকে ক্রীতদাসদের জোর করে বাইরে রাখা। আমরা আলোচনা করব যে অনেক উন্নয়নশীল দেশে উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মধ্যে অন্যতম রয়েছে শ্রমিকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ দাসত্বের বন্ধন যা তাদের স্বাধীন বাজারে যোগ দিতে বাধা দেয়, তা থেকে মুক্তি দেওয়া। অনুরূপভাবে চিরাচরিত ব্যবস্থা এবং বাধানিষেধের ফলে ক্ষুদ্র চাষি এবং সংগ্রামরত বাজার সন্ধানী উৎপাদকেরা তাদের উৎপাদিত দ্রব্য বাজারে আনতে প্রায়ই বাধার সম্মুখীন হয়। অর্থনৈতিক আদান-প্রদানে অব্যবে অংশ নিতে পারা সামাজিক জীবনের একটি মূল অংশ।

এই দৃষ্টিকোণটি প্রায়ই অবহেলিত হয়। কিন্তু বাজার-প্রক্রিয়ার গুরুত্ব সামগ্রিকভাবে তার ভূমিকা এবং প্রভাবের আলোতে বিচার করতে হবে। অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সেই সঙ্গে অর্থনৈতিক সমতার কথাও মনে রাখতে হবে। প্রকারান্তরে সমাজের যে অংশ এই বাজার-প্রক্রিয়ার কল্যাণের ভাগ থেকে বঞ্চিত থাকে তারও পরীক্ষা করা প্রয়োজন। আর এই প্রক্রিয়ার দ্বারা প্রভাবিত সাধারণের জীবনযাত্রার ধারা এবং তার মূল্যায়নের পরীক্ষার প্রয়োজন। উন্নয়নকে অধিকার সক্ষমতার রূপে দেখতে গেলে দুপক্ষেরই মতামতকে উপযুক্তভাবে বিচার করতে হবে। উন্নয়নের সিংহভাগ যে বাজার অর্থনীতির উপর নির্ভরশীল এ কথা মানতে হবে, কিন্তু সেই সঙ্গে সামাজিক সহযোগিতা, সাধারণের জন্য নিয়মবিধি, বা রাষ্ট্রপরিচালনার যে সব ক্রিয়া মানবজীবনকে দুর্দশাগ্রস্ত না করে সমৃদ্ধ হতে সাহায্য করে তাদেরও আমাদের গণনার মধ্যে আনতে হবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিলে বাজার সম্বন্ধে আমাদের মতামত আরও ব্যাপক এবং দৃঢ় হয়—বাজার-প্রক্রিয়াকে শুধু সমর্থন করে অথবা সমালোচনা করে যা হয় না।

এই দৃষ্টান্তগুলির পরিশেষে আমার বাল্যকালের একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করতে চাই। আমার বয়স তখন দশ। একদিন অপরাহ্ণে অধুনা বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় আমাদের পৈতৃক বাড়ির বাগানে আমি খেলছিলাম। হঠাৎ গেট দিয়ে রক্তাপ্লুত একটি লোক মর্মান্তিক শব্দ করে ঢুকে এল—তার পিঠে ছুরিকাঘাত করা হয়েছে। তখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা চলছিল—হিন্দু আর মুসলমানরা পরস্পরকে হত্যা করছিল। যার ফলে দেশ বিভক্ত হয়ে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ছুরিকাহত লোকটির নাম কাদের মিঞা। সামান্য মজুরিতে সে আমাদের এক প্রতিবেশীর বাড়িতে কাজ করছিল। আমাদের হিন্দুপ্রধান অঞ্চলে তাকে কোনও গুণ্ডা ছুরি মেরেছে। আমি তাকে জল দিলাম আর বাড়ির বড়দের চিৎকার করে ডাকলাম। আমার বাবা সঙ্গে সঙ্গে তাকে হাসপাতালে নিয়ে গেলেন। পথে কাদের মিঞা তাঁকে বলেছিল যে গণ্ডগোলের সময় শত্রুদের পাড়ায় আসতে তার স্ত্রী তাকে নিষেধ করেছিল। কিন্তু বাড়িতে

কোনও খাদ্যসংস্থান না থাকায় বাধ্য হয়েই সে কাজে এসেছিল। অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব হ্রাসপাতালে তার অকালমৃত্যুর কারণ হল।

এই অভিজ্ঞতা আমার বড়ই মর্মান্তিক মনে হয়েছিল। উত্তরজীবনে এই ঘটনা আমাকে ভাবিয়েছিল যে গোষ্ঠী বিশেষের সংকীর্ণ পরিচিতির গুরুভার কি ভয়ঙ্কর। এই বইয়ে আমি গোষ্ঠী এবং শ্রেণীভিত্তিক পরিচিতির বিপদের বিষয়টির বিশদ আলোচনা করব। কিন্তু আরও বিশেষ করে দেখার যে চরম দারিদ্র্যের রূপে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব কেমন করে এক ব্যক্তিকে অন্য প্রকার স্বাধীনতার অভাবের নিঃসহায় শিকারে পরিণত করে। সেই বিপদসংকুল দিনে কাদের মিঞার অতি সামান্য রোজগারের জন্য এই শত্রুপ্রধান অঞ্চলে আসবার কোনও প্রয়োজন ছিল না যদি তার পরিবারের পক্ষে ওই সামান্য মজুরি বাদ দিয়েও দিনযাপন সম্ভব হত। অর্থনৈতিক অধিকারের অভাব থেকেই সামাজিক অধিকারের অভাবের উদ্রেক হয় যেরকম বিপরীতভাবে সামাজিক বা রাজনৈতিক স্বাধীনতাহীনতা অর্থনৈতিক স্বাধীনতাহীনতাকে লালিত করে।

সংগঠন ও মূল্যবোধ

উন্নয়ন ও বিকাশকে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত স্বাধীনতাগুলির বৃদ্ধিসাধনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে দেখার এই স্বতন্ত্র উপায়টি যে কি গুরুত্বপূর্ণভাবে অন্য চিন্তাধারার সহায়ক তার আরও অনেক দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। এই দৃষ্টিকোণই আমরা এই বইয়ে নিবেদন ও বিশ্লেষণ করব এবং এরই সূত্রে পর্যালোচনা করব প্রতিষ্ঠা কেমন করে উন্নয়নের প্রক্রিয়া অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারাকে সমন্বিত করে। এই রকম ব্যাপকভাবে বিষয়টির আলোচনা করলে আমরা একই সঙ্গে উন্নয়নপ্রক্রিয়ায় বহু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (যার মধ্যে বাজার এবং বাজারসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত), সরকারি এবং স্থানীয় শাসনব্যবস্থা, রাজনৈতিক দল এবং অন্যান্য নাগরিক সংস্থাগুলির শিক্ষা ব্যবস্থা ও অবাধ আলোচনা এবং বিতর্কের (প্রচারমাধ্যম ও অন্যান্য জনসংযোগ ব্যবস্থার) অবদান খুঁজে পাব।

এই প্রকার দৃষ্টিভঙ্গি যে সব সামাজিক মূল্য এবং প্রচলিত বিশ্বাস মানুষের আদৃত স্বাধীনতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের ভূমিকা স্বীকার করতে সহায়ক হবে। লিঙ্গ সমতা, শিশুর সুষ্ঠু প্রতিপালন, পরিবারের আয়তন ও জন্মহারের ধরন এবং অন্য বহু ব্যবস্থাবিধির মতো সামাজিক বিষয়গুলি যৌথভাবে প্রচলিত রীতির উপর প্রভাব ফেলে। প্রচলিত মূল্যবোধ ও সামাজিক রীতি ভ্রষ্টাচারের থাকা বা না-থাকা নির্ণয় করে আর অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সম্পর্কগুলিতে আস্থার ভূমিকার উপর রেখাপাত করে। স্বাধীনতার প্রয়োগ

মূল্যবোধের উপর নির্ভর করে—একই সঙ্গে সেই মূল্যবোধ জনসমক্ষে আলোচনা এবং সামাজিক আদান-প্রদানের দ্বারা প্রভাবিত আর তাদের উপর আছে অংশগ্রহণমূলক স্বাধীনতাগুলির প্রভাব। এই বিষয়ে প্রত্যেকটি সম্পর্কের সযত্নে বিচার করতে হবে।

অর্থনৈতিক আদান-প্রদানের স্বাধীনতাই যে অর্থনৈতিক প্রগতির একটি অত্যন্ত প্রধান বাহন তা সর্বজনবিদিত যদিও কিছু প্রবল বিরুদ্ধ সমালোচক আজও রয়েছেন। বাজারশক্তিকে যথাযোগ্য গুরুত্ব দিয়ে আমাদের অন্যসব অর্থনৈতিক সামাজিক এবং রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে মানবজীবনের উন্নতিসাধনের ভূমিকায় স্থান দিতে হবে। তথাকথিত জনসংখ্যার মতো বিতর্কিত বিষয়েও এদের অবদান আছে। অতিরিক্ত উর্বরতাকে সীমিত রাখার বিষয়ে বহুদিন ধরে নানান মতামত প্রচলিত আছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত ফরাসী যুক্তিবাদী কন্ডর্সে (Condorcet) আশা করতেন যে বিচারবুদ্ধির বিকাশের সঙ্গেই জন্মহার কমবে, যাতে অধিকতর নিরাপত্তা, শিক্ষার প্রসার আর সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত নেবার অধিকতর স্বাধীনতা জন্মহার বৃদ্ধির হ্রাস ঘটাবে। অপরদিকে তাঁরই সমসাময়িক টমাস রবার্ট ম্যালথাসের ধারণা পুরোপুরি বিপরীত ছিল। বস্তুত ম্যালথাস বলেছিলেন জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয় বস্তুলাভ বিঘ্নিত হওয়া ভিন্ন অন্য কোনও কারণেই অধিকাংশ ব্যক্তিকে সত্বর বিবাহ করতে বাধা দেবে না এবং তাদের স্বাস্থ্যকর বড় পরিবার গড়তে অক্ষম করবে না। উভয় পক্ষের সুচিন্তিত স্বাধীনতা এবং অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার ভিত্তিতে গঠিত এই দুই ভিন্ন মতামতের তুলনামূলক বিচার আমরা পরে করব। আমি যুক্তি দেখাব যে কন্ডর্সের দিকেই পাল্লা ভারী। আমাদের কিন্তু বিশেষভাবে স্বীকার করতে হবে যে এই বিশেষ বিতর্কটি উন্নয়নে স্বাধীনতার ভূমিকার স্বপক্ষে এবং বিপক্ষে দুই দলের মধ্যে বহু শতাব্দী ধরে চলে এসেছে। সেই বিতর্ক আজও বিভিন্ন রূপে চলেছে।

প্রতিষ্ঠান এবং করণকারক স্বাধীনতা

যে পরীক্ষামূলক বিশ্লেষণ আমরা করতে চলেছি তাতে 'করণকারক' দৃষ্টিভঙ্গিতে পাঁচটি পৃথক পৃথক স্বাধীনতা গণ্য করা যেতে পারে। এদের মধ্যে আছে—(১) রাজনৈতিক স্বাধীনতা, (২) অর্থনৈতিক ব্যবস্থাবিধি, (৩) সামাজিক সুযোগসুবিধা, (৪) স্বচ্ছতার প্রতিশ্রুতি এবং (৫) রক্ষণমূলক নিরাপত্তা। প্রত্যেকটি নিজ নিজ ভাবে মানুষের সক্ষমতার বৃদ্ধিসাধন করে। তারা কোনও কোনও স্থলে পরস্পর পরিপূরক। মানুষের ক্ষমতাবৃদ্ধি এবং সাধারণভাবে প্রকৃত স্বাধীনতা বৃদ্ধির জন্য সাধারণভাবে যে কর্মনীতি গ্রহণ করা হয় এই পৃথক অথচ পারস্পরিক সম্পর্কিত

এই সব করণকারক স্বাধীনতা তার মধ্যে নিহিত থাকে। পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলিকে প্রত্যেক প্রকারের স্বাধীনতা এবং তার সংশ্লিষ্ট কারণগুলি অনুসন্ধান করা হবে এবং তাদের একের সঙ্গে অন্যের সম্পর্কেরও বিষয়ে আলোচনা করা হবে। মানুষ যে প্রকার জীবনযাত্রাকে মূল্যবান মনে করে সেই জীবনযাপনে তাদের বিশিষ্ট ভূমিকা পরীক্ষা করা হবে। 'উন্নয়নই স্ব-ক্ষমতা' এই দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী এই করণকারক স্বাধীনতাগুলি একটি অন্যের সঙ্গে যুক্ত এবং সর্বতোভাবে মানবস্বাধীনতার বৃদ্ধিসাধনে পরিপূরক।

এক দিক থেকে উন্নয়নের বিশ্লেষণ কার্যে এই করণকারক স্বাধীনতাগুলিকে গুরুত্বপূর্ণ করতে যে লক্ষ্য এবং অভিলাষ বিরাজ করে তাকে মানতে হবে। প্রকারান্তরে যে সব পরীক্ষামূলক সংযোগগুলি এই পৃথক স্বাধীনতাগুলিকে একত্রে বেঁধে রাখে এবং তাদের সামগ্রিক গুরুত্ব প্রদান করে তাদেরও এই পরিপ্রেক্ষিতে আনতে হবে। বস্তুতই এই সম্পর্কগুলি স্বাধীনতার করণকারক রূপ সম্পূর্ণ বুঝবার জন্য অপরিহার্য।

উপসংহারে মন্তব্য

স্বাধীনতা অর্জন উন্নয়নের শুধু মুখ্য উদ্দেশ্য নয় তার প্রধান পন্থাও বটে। স্বাধীনতার মূল্যনিরূপক গুরুত্বকে একান্তে স্বীকার করে নেওয়ার সঙ্গে আমাদের নানাবিধ স্বাধীনতা যে সব পরীক্ষাভিত্তিক সম্পর্ক দ্বারা একে অন্যের সঙ্গে যুক্ত তার বৈশিষ্ট্যও হৃদয়ঙ্গম করতে হবে। বাক্‌স্বাধীনতা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্থনৈতিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থার মাধ্যমে সামাজিক সুযোগসুবিধা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অংশগ্রহণে সাহায্য করে। ব্যবসা এবং উৎপাদনের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধার দ্বারা ব্যক্তিগত এবং জনসাধারণের সম্পদ সৃষ্টি হয় যা সামাজিক সুযোগসুবিধায় নিয়োগ করা যায়। বিভিন্ন প্রকারের স্বাধীনতা পরস্পরের শক্তি বৃদ্ধি করে।

এই প্রয়োগবাদী সম্পর্কগুলি কোনটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে তা নির্ণয়ের সহায়ক। মধ্যযুগে 'রোগী' এবং 'এজেন্টের' মধ্যে বিদ্যমান পার্থক্যের হিসাবে স্বাধীনতা-কেন্দ্রিক অর্থনৈতিক অনুশীলন এবং উন্নয়নের কার্যক্রম বর্তমানে এজেন্ট-কেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে। যথার্থ সামাজিক সুযোগ পেলে ব্যক্তিমাত্রই নিজের ভাগ্য সুচারুরূপে গড়তে পারে এবং একে অন্যকে সাহায্য করতে পারে। তাদের কোনও সুষ্ঠু উন্নয়ন কার্যসূচির সুফলের নিষ্ক্রিয় গ্রহীতা হিসাবে দেখার প্রয়োজন নেই। একটি স্বাধীন এবং নিরবচ্ছিন্ন কারকের ইতিবাচক ভূমিকার, এমনকী গঠনমূলক অধৈর্যের, সপক্ষে প্রবল যুক্তি রয়েছে।